গুঞ্জনী

(গীতিকাব্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

৪নং চৌরঙ্গি, "মানসী" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২১

মূল্য চারি আনা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কবিতা আমার বাল্য-কালের রচিত। এই শ্রেণীর পুরাতন ও নূতন কবিতা গুলিকে একত্র করিয়া রাখাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে "মানসী" "বিজয়া" "আর্য্যাবর্ত্ত" "সুপ্রভাত" "নব্য-ভারত" "ঢাকারিভিউ" "অর্ঘ্য" প্রভৃতি বঙ্গীয় মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইতি—

গয়া
১লা আশ্বিন
১৩২১

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র সেন

মহাশয়ের করকমলে—

কবিতা

সেই এক শুভক্ষণে বাল্মীকির পূত রসনায়
স্বর্গ ত্যজি প্রকটিত পরদুঃখে প্রথম ধরায় !
সেই হতে নিত্য দুঃখে নির্য্যাতিতে দিতে আশীর্ব্বাদ—
হে কবিতে, নানা ছন্দে বিলাতেছ' সান্ত্বনা প্রসাদ !

সৌন্দর্য্যের যথাস্থান

সাজ কহে—"দেহে আমি সৌন্দর্য্য-বিধাতা"
রূপ কহে—"আমি বিনে কে সৌন্দর্য্য দাতা ?"
গুণ কহে—"সাজ রূপ সকলি অলীক !
কুৎসিতে সুন্দর করি কি কব অধিক !"
কবি কহে—"সুন্দরের যথাস্থান লোকে—
ভালবাসা-জন, আর প্রেমিকের চো'খে।"

জল ও বরফ

অতি সাধারণ ভাবি মোরে হীন চক্ষে চাহি
যত বড় ভাব' আপনায়,
আমা হ'তে ভিন্ন নও যতই বরফ হও
পাও শত আদর ধরায় ;
জল তুমি সুকঠিন জমাট হৃদয়-হীন
ধনী-গৃহে বিলাসের মত ;
আর আমি যথা তথা নাশিতেছি তৃষা ব্যথা
ধুয়ে নিয়ে মলিনতা যত ।

মাতৃস্নেহ

(কাউপার কর্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

সকল সঙ্গী যবে শুইল সমর' পরে—
স্পার্টা নিবাসী এক ফিরিল তাহার ঘরে ;
ঘৃণা লজ্জায় মাতা বধিল তনুজে তার
স্পার্টায় কভু নাই জনমের অধিকার—
সাহস, পুত্রে করে জননীর আপনার !

মাঝামাঝি

দিন ও সন্ধ্যার মাঝে গোধূলি মধুর,
রাত্রি দিন মাঝে ঊষা সরম বিধুর,
জীবন মরণ মাঝে মোহন স্বপন,
প্রেম ও মোহের মাঝে তীব্র আকিঞ্চন,
দেহ ও প্রাণের মাঝে হৃদয় বিমল,
আজ ও কালের মাঝে আশা সমুজ্জ্বল,
সুখ ও দুঃখের মাঝে সন্তোষ বিধান,
সুরূপ কুরূপ মাঝে গুণই প্রধান,
ঘাত প্রতিঘাত মাঝে ধৈর্য্যের বিজয়,
তোমার আমার মাঝে ত্যাগ ও বিনয় !

মানুষের ক্ষমতা

অগাধ সাগরে লুকানো রতন
ঢুঁড়িয়া মানুষ বাহির করে,
নীরন্ধ্র বনে কোস্তরীরে
মারি মৃগনাভি আনিছে নরে,
ফণী শার্দ্দুল সিংহ বারণে
খেলনার মত খেলায় ল'য়ে,
এই মানুষের সাধনার টানে
ভগবান (ও) আসে শরীরী হ'য়ে।

প্রেম (ক)

জ্ঞান চায় নিজে বড় হতে
বড় স্বার্থপর ;
কর্ম্ম চায় পিছনে চলিতে
পরিতে নিগড় ;
ভক্তি অন্ধ সে শুধু একেরি,
বিনীতা রমনী ;
প্রেম বাঁধে আপনার করি
সমগ্র ধরণী ।

প্রেম (খ

(লংফেলো হইতে)

প্রেম নাকি অগ্নি সম ?
বলেছিল—"দিব আলো, আরাম, সান্ত্বনা !"
সে যে দুঃখ নিরুপম—
শুধু দাহ, তাপ তার বাড়ায় যাতনা !

অপরিচিত

জল কহে—"বহ্নি, বীরপনা তব আমি শুধু নাই যেথা !"
কহে বহ্নি—"কেন খুঁজে দেখ বুক—রয়েছি ও আমি সেথা !"

ক্ষুদ্র

কণা কণা জলে বিশাল সিন্ধু, কণা কণা ধূলি গিরি,
খনে, খনে, কাল বর্ষ ও যুগ—মহাকালে যায় ফিরি ;
স্ফুলিঙ্গের কণা সমষ্টি বহ্নি ভীষণ কায়,
শৈশব হতে শিক্ষা যতেক জ্ঞানে স্ফূর্তি পায় ;
এক এক করি শত পরিমাণ অনেক সংখ্যাহীন,
ক্ষুদ্রের মাঝে বৃহৎ লুকানো, অসীমা সীমায় লীন ।

অব্যাহতি

(শেখ শাদীর মূল ফারশী হইতে)

আজীবন করিয়াছি পাপ
মানি নাই কোনই আদেশ—
তাই বলি পিতা তুমি হয়ে
পুত্রে দিবে কশা, পরমেশ ?
অসম্ভব ! মুক্তি যবে পাবে
শত শত সাধু ভক্ত যতি,
স্থির জানি, হে দয়াল তব
দয়া মোরে দিবে অব্যাহতি !

কৃতজ্ঞতা

অশ্রু কহিছে কর্কশ ভাষে—"দেখ' আমি বড় কত
ওরে প্রেম তুই বাঁধিয়া রাখিস্, আমি ভেঙ্গে দিই তত !"
প্রেম কহে—"সখা, ভাঙিবে বলিয়া দৃঢ় করে গড়ে' যাও—
অশ্রু ব্যথায় বিলাপে আমারে স্পষ্ট ফুটায়ে দাও !"

জীবন (ক)

বিচ্ছুরিয়া অগ্নিশিখা দীপ্তালোকে ধাঁধিয়া নয়ন
সমুদ্ভূত বিদ্যুদ্দাম—নিমেষেই লভে সে মরণ ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ বৃক্ষ ভাঙ্গি —কল্লোলিয়া প্রলয় গর্জ্জনে
ভূকম্পন প্রকটিত—ক্ষণিকের চাঞ্চল্য কারণে ;
আত্মার প্রকাশ তথা ক্ষণস্থায়ী জন্ম-বিকীরণ,
মৃত্যুতে সমাধি—চির নির্ব্বৃতিতে অনন্ত জীবন !

প্রেমোৎপত্তি

(বায়রণ হইতে)

জান না কি প্রেম লভে যে জন্ম তব দৃষ্টির সুছায়ে
শেষ নাই তার, মরণের' পর, সেই'দেয় দোঁহে মিলায়ে

জীবন (খ)

জীবন সে এক সুর লয় তালে সকরুণ সঙ্গীত।
কত যুগ হ'তে এ গানে বিশ্ব হইতেছে স্পন্দিত,
ঘনগম্ভীর কর্ম্মোর্ম্মির গুরুমঞ্জীরবোলে
অধীর ধরার নর্ত্তনগীতি অদ্ভুত কলরোলে,
সমুদয় ত্রুটি সব ভুল চুক সকল ভঙ্গ আনি
চুর্ণ করিয়া পূর্ণ করিছে মহাসঙ্গীত খানি।
এই সঙ্গীত শুনি স্তম্ভিত অসীমের মহাদেবতা—
মরণ আসিয়া বরণ করে গো, অন্তবিহীন সবিতা
গণ্ডীর মাঝে বন্দী গানের উদারার নাই স্থান—
তাই এ নিত্য প্রাণের মূর্চ্ছা মৃত্যুতে অবসান।

ধন

(লংফেলো হইতে)

কে না বলে ধনে সুখ?
কার বল নাই প্রয়োজন?
অর্জ্জিতে কত না দুখ—
তবু আশা মিটেনা কখন!

নীরব জয়

মৃত্যু কহে—"যতই কেন বাঁধিয়া তুমি রাখ'
রবে'না বাঁধা, খুলিয়া যাবে ডাকিলে আমি, ত্যাখ।
কাঁদিবে শোকে আছাড়ি ভূমে, আমি সবার' পরি
জীবন-ভরা স্বপ্নে গড়া দুর্গ রবে পড়ি!"
কহিল প্রেম—"কেঁদে ত' সবে আমারি জয় গায়
রহিব আমি তোমারো পরে—র'বেনা তুমি, হায়!"

উজ্জ্বলতর

ঘর্ষণে লোহা উজ্জ্বল হয়ে ক্রমশ উঠে সে জ্বলে,
ধূম রাশি সেও উজ্জ্বল হয় পবনে, অগ্নি হ'লে,
জ্ঞানের আলোক উজ্জ্বল হয় অনুশীলনের বলে,
প্রেম উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর—আত্মত্যাগের ফলে।

নিবিড়

ঘন ঘোর নীরদে নিবিড় অমানিশা
প্রখর রবিকরে উজল দশ দিশা
মিলন বাহুপাশে নিবিড় হৃদিদ্বয়
বিরহে তদ্গতে—নিবিড় প্রেম হয়।

জীবনের নিয়ম

(লংফেলো হইতে)

বাঁচি আমি, চির বাঁচি যেন!
হ'য়ে প্রিয় বিধাতার
রাজভক্ত ও রাজার
ভালবেসে সবাকার—
মরি আমি, মরি যেন হেন!

একের কায

এ বরষ এল এক নদী রচিল সে স্বর্গ একদিকে
সেই পথে দ্বিতীয় বৎসর—এল আর ভাঙ্গিল সেটিকে
যে মানব রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে' তোলে মানব সমাজ
তাহাদেরি বংশধরগণ ফেলে তারে নরকের মাঝ!

মোম বাতি

(শেখ শাদীর মূল ফারশী হইতে)

জন্ম মম মধুচক্রে, ধরণীতে বিলাইয়া মধু
রিক্ত নিঃস্ব আজি, তবু এ নীরস জড়পিণ্ড শুধু—
এই ছার দেহ দিয়া—পলে পলে নিতেছি মরণ
যদি তাহে হয় ভবে একটুও আঁধার হরণ!

রাজার রাজা

আমি যাই রাজদ্বারে অন্নভিক্ষা তরে
রাজাও মাগিছে ভিক্ষা দেখি যোড় করে ;
তবে আমি কেন এত ঘৃণা ব্যথা স'য়ে
নাহি মাগি বিশ্বভূপে মরি ব্যর্থ হ'য়ে ?

আত্মা

(হুইট্‌ম্যান্‌ হইতে)

"মরিলে থাকেনা আর" লিখিতে এ কথা
কাঁপে মোর হাতখানি, বড় বাজে ব্যথা ;
যদি কেউ বেঁচে থাকে—আছে মৃতেরাই
মিথ্যা আমি, নামে—এই আছি, এই নাই।

সমাধি লিপি

(কাউপার কর্তৃক অনূদিত গ্রীক্‌ হইতে)

কি নাম আমার, কোথায় বাড়ী, কায কি সে সব খুঁজে ?
উচ্চ কি নীচ কুলে জন্ম—আর কি হবে পুছে ?
হয়ত আমি ছিলাম বড়, কিম্বা ছোট' অতি,
কি যায় আসে তোমার তা'তে ? এই-ই যখন গতি !
এই যথেষ্ট পান্থ ওগো, জান'তো কি আছে ?
আর লুকানো তবেই কিছু রইলো না কার্‌ কাছে !

কবি

দার্শনিক চাহে শুধু নীরস প্রমাণ,
বৈজ্ঞানিক খুঁজে মরে কারণ কেবল,
তবুও সন্তোষহীন। সরস মহান্—
কবি যাহা দেখে তাই নবীন সরল।

বৈজ্ঞানিক ও ভক্ত

তৃপ্তিহীন তুষ্টিহীন না পায় সন্ধান
খুঁজে মরে বৈজ্ঞানিক না পেয়ে প্রমাণ,
মুগ্ধ ভক্ত গদ গদ প্রেমাকুল চিতে
বিশ্বময় বিশ্বরূপ দেখে চারি ভিতে!

ঔষধ

(লংফেলো হইতে)

আনন্দ সংযম আর প্রশান্ত বিশ্রাম
জানে না ভিষক এই ঔষধের নাম।

সমাধি

(কাউপার কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক্ হইতে)

চিত্রকর, কি সুন্দর এঁকেছ' এ চিত্রখানি তব!
অশ্রু-সেকে রেখে দিব এরে মোরা তাজা চির-নব!

পাপ (ক)

(লংফেলো হইতে)

পদে পদে মানুষেরা করে ফেলে পাপ,
পাষণ্ডেরা তাই ল'য়ে থাকে চির দিন,
মহৎ পাপের তরে করে অনুতাপ,
একা শুধু ভগবান্ পাপ লেশহীন।

পাপ (খ)

জন্মে যবে আবর্জ্জনা—যত কাট'মূল নীচে থেকে
ঘুচালেও ঘুচেনা জঞ্জাল ;
ধর্ম্মে তথা আত্ম-বলি নাহি দিলে, পাপ রবে ঢেকে,—
যতদিন রহিবে কঙ্কাল।

যশ

দুঃসহ হৃদয় ব্যথা দু'দিনে ঘুচিয়া যায়,
মিলনের তন্ময়তা বিরহে বিরাম পায়,
চুম্বনের সে আনন্দ দেহে জন্মি, দেহে মরে,
সুখ ভোগ আশা যত শুধু প্রতারণা করে,
জীবনের সব কায জীবনান্তে পায় লয়—
জীবন হ'লেও শেষ কীর্ত্তিখ্যাতি চির র'য়!

পণ্ডিত ও ভক্ত

ভাগবত পাঠ কালে করিছে পণ্ডিত
ন্যায়ের যতেক কূট-তর্কেরে খণ্ডিত ;
রুষ্ট হ'য়ে ভক্ত কহে—"পাণ্ডিত্য তোমার
রাখিয়া, ঠাকুর, কহ লীলা দেবতার !"

বর্ণমালা

(গ্রীক পুরাণ হইতে)

সে এক অজ্ঞাত যুগে মানবের প্রথম দম্পতি
আছিলেন যবে অবিচ্ছিন্ন,
ছিল শুধু মিলন বিরহ হীন, দুঃখ অজানিত,
মান-মৃত্যু আঁকেনিক' চিহ্ন ;—
কে জানে কেমনে সেথা—ফুলদলে কীটসম, হায়,
দুঃখ আসি দিল দরশন,
বিভিন্ন হইলা দোঁহে। কি করিয়া হইবে আলাপ ?
বর্ণমালা হইল সৃজন !

ধৈর্য্য

(লংফেলো হইতে)

পিষে জাঁতা বিধাতার ধীরে অতি ধীরে,
মানুষের ধৈর্য্য পিষে পাষাণ অচিরে !

কাক ও কোকিল

কোকিল কহিল কাকে—"রে মূর্খ বায়স,
দেখিতেছ আমি হেথা, কি তব সাহস
চিৎকারিছ ? সকলের কানে ধরে তালা,
ব্যর্থ মোর মিষ্ট রব হেন সুধা ঢালা !"
কহে কাক—"কণ্ঠ মোর হউক কর্কশ,
তুমি জান, এ হৃদয় কতটা সরস !"

ইঙ্গিত

মম মলিন হৃদয়ে কে বাজাল' আজি সুপ্ত রাগিণীগুলি
হেন ধূসর আঙিনা কে সাজাল' আজি ফুল চন্দন তুলি ?
হেন ঊষর জীবনে কে ভাসাল' আজি পূতজল তরঙ্গে ?
হেন পতিত জনায় কে সুধাল' আজি সকরুণ আঁখি ভঙ্গে
হেন চির অনাদৃতে কে ভরা'ল আজি আদর সোহাগ ক'রে
হেন অভিশাপহরা কে আসিল আজি আমার হৃদয় দো'রে ?

প্রতিভার প্রকাশ

ধূমে আচ্ছাদিত বহ্নি পেলে অল্প পবনের সাড়া
যথা জ্বলে ওঠে—
মানুষ প্রতিভা লয়ে জন্মে, ক্ষুদ্র কার্য্যপরম্পরা
ক্রমে তাহা ফোটে !

সুখ ও দুঃখ (ক)

"শত তপস্যার ফল আমি মানবের"
কহে সুখ—"শুধু ভোগ, শান্তি আনন্দের !"
"পিতা তব আমি কিন্তু"—দুঃখের উত্তর
"ফল তুমি, বীজ আমি—জেনো নিরন্তর !"

সুখ ও দুঃখ (খ)

দুঃখ আনে পরিপূর্ত্তি মুক্তি ও সান্ত্বনা
সুখ আনে অভাব ও বন্ধন বঞ্চনা ;
আহরণ করে দুঃখ শ্রম পুরস্কার
ব্যয় করে সুখ শুধু সে ধন ভাণ্ডার ;
আত্মত্যাগে দুঃখ সদা করিছে সঞ্চয়
সম্ভোগে কুপুত্র সুখ করে শুধু ব্যয় !

স্মৃতি

যায় গন্ধ রেখে হাওয়ায় মেখে শুকায় যখন ফুল
যায় ধরার বুকে দাগটি এঁকে নদীর দু'টি কূল ;
যায় রাত্রি রেখে স্বপ্ন চো'খে সদাই পড়ে মনে,
হয় আয় ও ব্যয়ের ফর্দ্দ জন্মের দিনটি যাওয়ার সনে
দেয় গন্ধ রাশি ভরিয়ে দিশি ধূপের আত্মাহুতি
যায় মানুষ মরে রেখে পরে দোষ ও গুণের স্মৃতি !

কবি ও চিত্রকর

চিত্রকর চিত্র লেখে তুলিকায় তার
ফোটে রূপ, ফলে বর্ণ, কিন্তু মৌন মূক
জীবিত কি মৃত সে যে বোঝা হয় ভার
নানাবর্ণে আঁকে ছায়া—এই তার সুখ।

কবি আঁকে—প্রাণ দিয়া দেয় ভাষা মুখে,
সৌন্দর্য্যে মাধুরী দেয়, গতিতে সুছন্দ ;
গানে তার পরিচয়, পুণ্য প্রেম বুকে
হাসে, কাঁদে, কথা কয়—এ ছবি জীবন্ত !

জ্যোতিষী

(কাউপার কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

জ্যোতিষীরা একবাক্যে প্রকাশিল ভবিষ্যৎ বাণী
শতবর্ষ জীয়িবে সে ; একজন হ'লো অন্যমত
যতক্ষণ না দেখিল চিতারূঢ়, অদৃষ্টে বাখানি,
বলে নাই কোন' কথা—ছাড়ে নাই আপনার পথ।

স্থবির

(কাউপার কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

মরণের হ'য়ে করগত, নিত্য তারে ভয়—
এর চেয়ে মরা' ভাল'— বল' বটে, নয় !

মৃত্যুভয়

স্নেহময়ী মা যেমন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানে টানি ল'ন
শুষ্ক স্তন হ'তে,
কাঁদে শিশু ভয়ে, কিন্তু শান্ত পুন পেয়ে অন্য স্তন
পূর্ণ নবামৃতে ;—
তেমতি মানুষ ভাবে শ্রেয় শুষ্ক জীবন এমন
ডরি মৃত্যু নামে,
জানে না আছে যে এক আরো স্নিগ্ধ নবীন জীবন
মৃত্যুর সে ধামে !

শ্রম ও সুখ

সুখ কহে—"শ্রম তুমি বড়ই নির্ব্বোধ,
খাটো শুধু, নাহি ক্লান্তি—চাওনা আমোদ !
আমি কিবা আছি দেখ' নাহিক ভাবনা—
কেবল সম্ভোগ আর কেবল কামনা !"
শ্রম কহে—"বৎস, থাক্ কায নাই আর
কর দেখি নিজে তব ভোগের যোগাড় ?
ভোগে নয়, শ্রমে শুধু ভোগ্য এই ভব
তুমি যাবে ওরে মূর্খ আমি চির র'ব !
দাতা আমি দিয়ে সুখী, নির্ম্মাতা নির্ম্মাণে,
কর্ত্তা আমি স্রষ্টা আমি, শক্তি বিশ্ব প্রাণে !

সম্বোধন

(বায়রন্ কর্ত্তৃক অনূদিত পোর্ত্তুগীজ হইতে)

"প্রাণ" বলে হে প্রেয়সী কভু মোরে ডাকিওনা আর
প্রাণ সে ত' ক্ষণিকের—রূপ সম অস্তিত্ব তাহার ;
প্রেম সম্ভাষণ যদি দিতে চাও আমারে ললনে
প্রেম সম অনশ্বর ডেকো মোরে "আত্মা" সম্বোধনে।

বিদায়ে

সে আসিয়াছিল যবে উঠিয়াছিল ফুটি
কুসুম রাশি রাশি প্রাণের লতাপর,—
সে গিয়াছে আজি চলে কুসুম গেছে টুটি'
ফলেতে অবনত মধুর সুধাকর।

প্রেমের পরিপুষ্টি

প্রথম বেগে বন্যা যথা সতেজে আনে টুটিয়া
গুল্মলতা উপলধূলি, সাগর পানে ছুটিয়া—
চূর্ণি তীর অধীর অতি সকল বাধা ভাঙিয়া
ঘূর্ণাজলে আবর্ত্তের ভীষণ ছবি আঁকিয়া ;—
জলধি সনে মিলন পরে সে বেগ হয় হ্রস্ব
দেহের ধূলি স্নেহের মত বালুকাসিতদর্শ
শান্ত অতি কান্ত জলে ক্লান্তি হরে জগতে—
প্রেমের তথা শেষের ছবি মধুর অতি মরতে।

সন্ধ্যা ও উষা

স্তিমিত আলোকে শ্রান্ত চরণে দিবসের ধূলি ম্লান
আসিল সন্ধ্যা, চুম্বিল স্নেহে ক্লান্ত ধরণীখান্ ;
জননীর মত ঝেড়ে দিল দেহ, নিল' বুকে সন্তান
সন্তাপ-ব্যথা শ্রান্তি ও ক্ষুধা, হয়ে গেল অবসান।

প্রকাশিল উষা সাথীটির মত ডাকিল দুয়ারে আসি
কত খেলা সে যে সঙ্গে এনেছে, কত মোরে ভালবাসি ;
সেই আমি উঠে লাগিনু খেলিতে সারাটি দিনের বেলা
জয় পরাজয়ে রোজ কেটে যায়—তবুও চলেছে খেলা।

আলোক

তপন দিনের আলো !
নিখিল দৃশ্য কান্ত কিরণে
ফুটে ওঠে চো'খে ভাল।

জড় দেহে আলো প্রাণ !
ধরার ধূলায় গড়া এই দেহ
করিয়াছে শোভমান।

পরাণের আলো প্রেম !
বহিরন্তর সব চরাচর
প্রেমালোকে হয় হেম !

যুবা ও বৃদ্ধ

বৃদ্ধে দেখি যুবা এক ফিরে চলে যায়
বলে—"হেন কদাকার আছে কি ধরায় ?"
বৃদ্ধ হাসি বলে—"বৎস, এখন হইতে
প্রস্তুত হইয়া থাক' এ ঘৃণা সহিতে।"

প্রত্যাখ্যাত রূপ

(কাউপার কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

রূপ প্রসাধন তব বস্ত্র অলঙ্কার
মিছে অর্থ ব্যয়,
বিনা মূল্যে লহ' প্রেম করি কণ্ঠহার
রূপে কর' জয়।

অভিশাপ ভিক্ষা

সকলে বর চায় অভিশাপ চায় না
আমি তা' চাই প্রভু লোকে যাহা পায় না।—
ক্ষুদ্র কর মোরে ধূলি কণা সদৃশ
সাধুর পদতলে থাকি নিশি দিবস ;
নীচতা দাও মোরে জলের স্রোত সম
নাশিতে পারি যা'র সবারি তৃষাশ্রম ;
কীটাণুকীট কর' থাকি গো ফুলদলে
মরণ লভিব সে তোমারি পদতলে।

জেতা ও জিত

জেতা ভাবে—জিনিলাম দুরন্ত সমরে
যশ পাব' অর্থ পাব' রাজ দরবারে ;
জিত সে যে ভাবে মনে—মরিলে কি হানি ?
হোক্ জয় পরাজয় কর্ত্তব্যই মানি।

লাভ ও ক্ষতি

পরের ধন হরণ করি যতেক লাভ করেছি
হিসাব বহি মিলায়ে দেখি ততই আমি হেরেছি।
আর্ত্তদীন দুখীর করে স্বল্প যাহা দিয়েছি
শুধু সে "বাজে খরচ" কাযে লেগেছে, তাই জিতেছি।

চন্দ্র ও সূর্য্য

চন্দ্র কহে "লোকে মোরে কত ভালবাসে
সুখে শোকে উপমায় সদা মোরে চায়,
আমার অমৃত-সেকে সব দুঃখ নাশে ;
তোমার জ্বালায় ডাকে—'ত্রাহি প্রাণ যায়'।"
সূর্য্য কহে—"জানি তুমি অলসের প্রিয়,
প্রবঞ্চক নাম তব আছে বুকে লেখা
আলস্য বিলাস দিয়া জানাও অমিয়,
তোমা সম প্রতারক নাহি যায় দেখা।
অলস মদিরা তুমি কেবলি সম্ভোগ
সমুজ্জ্বল আলোময় আমি কর্ম্মলোক"।

শান্তি

(কাউপার হইতে)

গানে আর সুখ নাই, ভাঙ্গিয়াছে সে স্বপন হায়,
ভোগ সাজ প্রমোদেও সুখ নাহি ধরা দিতে চায় ;
মনে হয় পেয়েছি বা, কিন্তু কই ? অশান্তি সাগর
আরো উদ্বেলিত ; তবে কোথা শান্তি সুখের আকর ?

আশা

সুদূর উচ্চে রচে' নব ঘন সজল শ্যাম স্নিগ্ধ সেতু
নিম্নে শিখীর জাগে কি হর্ষ, রঙীন্ পুচ্ছ মেলে সে হেতু ;
মানব সদাই ভবিষ্যতের চিন্তা আকাশে লক্ষ্য করি
শিখী পাখা সম আশারে জাগায়ে বজ্রেরে আনে বক্ষোপরি !

অশ্রু

(স্কট্ হইতে)

যুবার অশ্রু উষ্ণ তরল হতাশায় কভু নয়,
দীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া তাহার সাধন সময় র'য় ;
বৃদ্ধের এই বিলোল কপোল বাহিয়া পড়ে যে জল
প্রাণের মতই তুষার কঠিন, হতাশা সম শীতল ;
যুবা সে লুকায় অশ্রু তাহার— কে দেখে এ তার ভয়,
বৃদ্ধ কাঁদিয়া শিখায় সবায়—যুবক কাঁদিতে নয়।

স্নেহের দীন

জন্ম লভি সাগরের জলে, উদ্ধলোক হ'তে ফিরে আসে
কৃতজ্ঞতা-অশ্রু হ'য়ে মেঘ—আপনার জননীর পাশে ;
নিঃসহায় জড়পিণ্ড সম অণ্ড হ'তে যে দেয় জীবন
সে বায়স পর কোকিলের—দেখা হ'লে ফিরায় নয়ন।

প্রীতি

রাজা ভাবে—আমি কত উপকারী, প্রজারা বুঝিতে নারে,
সুখে দুখে আমি বিনা কে তাদেরে এমন রাখিতে পারে ?
প্রজা ভাবে—বুঝি অমনি এ কর' এত টাকা কর দি'না ?
প্রীতি বলে হাসি—দেখ' উভয়েই, সব মিছে আমি বিনা।

পূজা

বাদ্যে শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করি সঘনে
পূজিল প্রতিমা নৃপতি যখন মন্ত্র পড়ায় ব্রাহ্মণে,—
দূর কান্তারে গ্রামপ্রান্তরে মন্দিরে এক লোক
বাদ্যবিহীন নীরবে পূজিয়া আসে লয়ে ভিজে চো'খ।

ধূলা

(হুইট্‌ম্যান্ হইতে)

এই ধূলা এক দিন আছিল মানব—
ধীর নম্র বীর জ্ঞানী কোমল সরল
অন্যায়ের প্রতিকূলে করেছে আহব—
আজ তারা ধূলিরূপে মহীর সম্বল।

পুত্র ও কন্যা

চারি দিকে শুধু হর্ষ ও প্রীতি বাদ্যের আয়োজনে
পুত্র জন্ম ঘোষে আনন্দে পিতামাতা প্রিয়জনে ;
পুত্রের লাভ কামনা, আশীষ, পুণ্য পুত্রলাভ!
কন্যা সে যেন কত বীভৎস, কত বড় অভিশাপ।

বিজন আঙিনা নীরব সূতিকা হতাশ প্রসূতি যেন
এই দশ মাস গর্ভ ধারণ ব্যর্থ হইল হেন ?
মূর্ত্ত অশুভ কন্যা-জন্ম! সারা গৃহ মসীময়
স্নেহ ও কার্য্য তার তরে যেন সকলি অপব্যয়।

তা'নয় তা'নয়—ভেঙে ফেল্ ওরে অসন্তোষের কারা
কন্যা ত' কভু নহেক তুচ্ছ—সৃষ্টির সে যে ধারা!
বীজ যে পুত্র, কন্যা ক্ষেত্র—বিশ্বের পিতা মাতা!
মানবের তরে মহারহস্য রচিয়া রেখেছে ধাতা!

পরশুরাম

পরশুরামের পণ ধরণীরে ক্ষত্রহীনা
করিবে নিশ্চয়—
রহিবে ব্রাহ্মণ শুধু। রহিল অটল গর্ব্বে
ক্ষত্রিয় নিচয়।
চায় অপসারি শক্তি—বসাইতে তার স্থানে
জ্ঞানেরে কেবল ;—
জাগিল আহত শক্তি—আরো দৃপ্ত উর্জ্জস্বল,
রাজা শেষে বল।

অনাদি

দিনের পরে রাত্রি কিম্বা রাতের পরে দিন,
বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে হয় নাক'তা চিন্ ;
জীবন মরণ কোন্‌টা আগে যায় না বুঝা লেশ
অনাদি এ কালের খেলার কোথায় সুরু শেষ !

জ্ঞান

বাষ্প-যানে চলি যবে দেখি দুই পাশে
দূর প্রান্তরের সীমা বৃত্তাকারে আসে,
কাছের জঞ্জাল সব দূরে চলি যায়
সুদূরের ছোট বড় কাছ পানে ধায় ;
মানুষ তেমতি ভবে জ্ঞান পথে যত
চলিবে, উন্নত হবে—হবে তার তত
সমদৃষ্টি নিকটে ও দূরে ক্রমে তবে
নিজ দোষ অহমিকা অন্তর্হিত হবে।

হেমন্ত

শারদ সম্রাজ্ঞী রূপে
নির্ম্মল মুকুট পরিলে আদরে,
রাজ্যকাল অবসান
চলিয়াছ মহাকালের নগরে ;
মৃত্যু সম আসে শীত ক্রমে জীর্ণ দেহ তুষার শীতল
পক্ক শস্য শিশু লুটে বক্ষে, বিন্দু বিন্দু লয়ে আঁখিজল।

স্বরূপ

দার্শনিক খোঁজে সত্য নির্ম্মম কঠোর :—
জ্যোৎস্না সে ক্ষণিক ছায়া, ফুল দু'দণ্ডের,
প্রেম আত্মপ্রীতি—সে কি জীবনের ডোর ?
সকলি অলীক—সত্য এক সকলের।
বৈজ্ঞানিক খোঁজে হেতু অন্ধ সম ভবে :—
চাঁদের আলোক জ্যোৎস্না, বীজ হ'তে ফুল,
মোহ—প্রেম— (মানুষের মন গড়া' হবে)
জড়ের বিকাশ এতো—সৌন্দর্য্য সে ভুল !
সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি ভাবে আর :—
তাপহরা পবিত্রতা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধারা ;
কবি—ভক্ত, পুষ্পে প্রীতি দেখে অমরার,
আনন্দ সৌন্দর্য্য প্রেমে কবি আত্মহারা !

জীবন ও মৃত্যু

জীবনে সে আসে বন্ধুর মত সুন্দর কত হ'য়ে
বন্ধুর পথ সিন্দূর রাগে রঞ্জিত করি দিয়ে,
বিশ্বাসঘাতী, চলে যায় শেষে স্বপ্নের মত হায়
মুখে মধু হৃদে কালকূট ভরা, ফেলি মোরে অসহায় !
মৃত্যু সে থাকে চির দিন কাছে দীর্ঘ জীবন ভরি
নিষ্কাম ব্রত গুরুর মতন সদা মোর হাত ধরি ;
জীবন যখন পলাইয়া যায়, ধরণীও ঠেলে ফেলে
মৃত্যু তখন স্থান দেয় এক পরম আদরে কোলে।

সত্য

(লংফেলো হইতে)

আঁধার রাতে ভেকেরা ডাকে
মশালালোকে চুপ !
সত্য যবে আড়ালে থাকে
মিথ্যা ধরে রূপ।

অহঙ্কার

নদী বলে—"আছি মোরা তাই আছ' তুমি
তা' নহিলে এতদিন হ'তে শুষ্কভূমি !
ধনরত্ন আহরিয়া এনে দিই বলে'
রত্নপ্রসূ নামে খ্যাত এ জগতীতলে।"
সিন্ধু কহে—"তাই বটে দুহিতা আমার
তবে কেন ফিরে হেথা আসিস্ আবার ?
জগতে হলোনা ঠাঁই আসিলি ধাইয়া
বেঁচে গেলি মাতৃহৃদে বিশ্রাম পাইয়া !
উচ্চ বরে দিনু সঁপে, দেখি নীচমতি
তাড়াইয়া দিল স্বামী—এইত' শকতি !"

মৃত্যু

বীজ হ'তে গাছ, কুঁড়ি হ'তে ফুল, ফুল হ'তে ফল পায়,
ক্ষুদ্র ব্যষ্টি যেমন একটি বৃহৎ গড়িয়া যায় ;
জন্ম প্রথম—বীজ ছোট এক—আপনারে প্রকাশিতে
অসীম বৃহৎ মৃত্যুর মাঝে ছোটে সদা ঝাঁপ দিতে।

তোষামোদকারী

(কাউপার কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

ভয়ের যোগ্য ক্ষতি পৃথিবীতে নাই, নাই, ভয় পেয়োনা !
অন্তর-হীন মৈত্রীর ভান, তার কাছে শুধু যেয়োনা !
তব লাগি সে যে রচিবে মধুর মোহন স্বপন চক্ষে
জানিতে নারিবে কখন হানিবে বিষ-ছুরি তব বক্ষে !

রূপ ও গুণ

রূপ শুধু মোহে আঁখি ইন্দ্রিয় বিষয়
গুণ করে জীবনেরে চির মধুময় ;
রূপ আসে যায় পুন চপলার মত
গুণ বাঁধে প্রাণে প্রাণে বাড়িয়া নিয়ত ;
রূপ সে চঞ্চল তাই শুধু ভোগ মাগে
গুণ সে অমর চাহে প্রকাশিতে ত্যাগে !

ভারতের ধর্ম্ম

কোটি কোটি নর নারী অধ্যুষিত এই হিন্দুস্থানে
উৎসর্গিত সব যেথা কোটি কোটি দেবতার নামে ;
নদ নদী তরু লতা আবিশাল ক্ষুদ্র সমুদায়
পূজ্য যেথা, ঈশ্বরের অংশ বলি প্রণমি সবায় ;
আহারে বিহারে যথা স্বপনে ও জীবনে মরণে
জীবনের সব কায নিয়ন্ত্রিত মাধব স্মরণে,—
জীব-সেবা উচ্চতম ধর্ম্মতত্ত্ব উপাসনা যথা
ধন্য সে ভারতবর্ষ, সে ধূলায় নত হ'ক মাথা !

বর্ষা-বিদায়

সেই তুমি এসেছিলে নিদাঘের শুভ সন্ধ্যাভাগে
প্রথম সে অভিসারে কমনীয় সুশীতল রাগে,
দগ্ধ আকাঙ্ক্ষিত হৃদে পেয়েছিলে বরণীয় স্থান
তৃষাতুরে সিঞ্চি বারি— দু' দিনেই করিলে প্রয়াণ ;
সব কায শেষ তব আজি, শারদ লক্ষ্মীর তরে
ধুয়ে মুছে রেখে যাও সিংহাসন তাঁর ধরাপরে !

দরিদ্র ও অন্ধ

(লংফেলো হইতে)

অন্ধ সে নয়ন হীন,
দরিদ্রের আঁখি আছে হেরে না ;
অন্ধ ত' আজন্ম দীন,
গরীব দেখিতে কিছু পারে না।

পরোপকার

জিহ্বা কহে—"দন্ত, আমি তব সুখ তরে
এত ব্যস্ত ব্যথা সহি নিয়ত চিন্তিত,
সুযোগ পাইলে কিন্তু তুমি মোরে ধরে'
কাটিতে সচেষ্ট কিম্বা কর নিষ্পেষিত !"
দন্ত নিরুত্তর। কবি কহে হর্ষ ভরে
পরোপকারীই হয় সদা নির্য্যাতিত !

অশান্ত হৃদয়

(লংফেলো হইতে)

জাঁতা আর মানব হৃদয়
ঘুরিতেছে দ্রুত দুর্নিবার ;
পিষ্ট হবে নিজেই নিশ্চয়
না থাকিলে কিছু চুর্ণিবার।

স্বদেশ

নহ' নগরপল্লীসংহতি গাথা কাব্য অথবা গান,
নহ' পাদপ বল্লী ভূষিত কুঞ্জ ইন্দ্রিয় পরিমাণ,
নহ' মৃন্ময়ী তুমি চিন্ময়ী দেবী, পুরুষ নারী সংঘ
এই অন্ধ আতুর উচ্চ ও নীচ সুসম্মিলিত অঙ্গ।
নহ' অর্থ বিলাস দৈন্য বিলাপ রূপসী স্বদেশ মাতা।
শুধু সাম্য-মৈত্রী ঐক্যে তোমার জয় মঙ্গল গাথা !

স্বামি-সন্ধান

(নিকারকাসের গ্রীক অনুবাদ হইতে)

নশ্বর জগতে মিছে খুঁজিতেছ বর
হে নারী সুযোগ্য স্বামী তোমার কবর !

পত্নী

(প্যালাডাসের গ্রীক অনুবাদ হইতে)

পত্নী সুখের নয় !
বিবাহ মরণ এই দুটি দিন—স্বামীর কি সুখময় !

রেণুকণা

কোথা নাই রেণুকণা ? আছে সব ঠাঁই !
আপনারে ঢাকি সে যে রাখিবারে চায়,
মানবের স্থূল দৃষ্টি দেখে নাক তাই,
অণুরূপে আছে মিশি সমগ্র ধরায়।
অনিল সলিল মাঝে সূক্ষ্মতম যারা
উত্তুঙ্গ ভূধর রূপে একীভূত তারা !

প্রেমের ঔষধ

সইয়ার্স কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রীক হইতে)

ক্ষুধায় প্রেম কতক কমে
কতক কমে বয়সে,
দু'য়েই যদি কিছু না জমে
অষুধ দড়ি কলসে।

বার্দ্ধক্যের দান

পক্ক হইলে দ্রাক্ষার ফল
পাতা যথা যায় ঝরে'
তটিনী যেমন ভাঙ্গে এক কূল
অন্যটি পুনঃ গড়ে,
প্রবীণ বৃক্ষ অন্তরসারে
যথা নানা হিত করে—
বার্দ্ধক্য ও সংযম জ্ঞান
দান করে তথা নরে।

সাধু

মালী সেই,—উদ্যানে সতত রাখে দৃষ্টি
একটি আগাছা হলে উঠাইয়া ফেলে ;
সাধু সেই—আপনার মত দেখে সৃষ্টি,
বিনাশে সমূলে পাপ চিন্তা মাত্র এলে !

ভ্রম-সংশোধন

মৃণ্ময় দীপ কহিল গর্ব্বে—"আমিই আলোকাধার,"
কহিল সলিতা—"আমি না থাকিলে সকলি অন্ধকার !"
নিবিল প্রদীপ। উভয়ে নীরব, কারো মুখে কথা নাই,
সরমে মরিল বুঝিল যখন তৈল গিয়াছে তাই !

সুদিন ও দুর্দ্দিন

এই সে সুদিন মোর, দুঃখে নাহি আত্ম সমর্পিয়া
সহিয়াছি নিয়তির তীব্র কশাঘাত ;
এ মোর দুর্দ্দিন ঘোর, চিন্তাহীন হাসিয়া বসিয়া,
কাটাইনু এই যে গো দীর্ঘ দিন রাত।

দাতার দান

কাটে শাখা, তরু তবু দেয় ছায়া ;
তট, রাখে নদী ত্যজি নিজ মায়া ;
ইক্ষু পেষণে দেয় মধুরস ;
ধূপ দহি করে সুবাস বরষ।

কাল

মধ্যাহ্নের তীব্র দীপ্ত রবিকর যথা
অপরাহ্ণে শান্ত সৌম্য মনোরম হয়,
যৌবনের সে উদ্দাম বেগ চঞ্চলতা
বার্দ্ধক্যেতে শুদ্ধ হয়ে হয় শুভময়।
কাল কভু চোর নয় কাল বড় দাতা
অপূর্ণতা হরি দেয় বিচার বিজ্ঞতা।

কৃপণ ও জোনাকী

"জোনাকী তব একটু আলো ব্যয়িছ' কেন?"
"সাধ্য মত হরিব তম ইচ্ছা হেন।"
"ক্ষুদ্র তব শক্তি তারি দর্প এত?"
"কি কর' তুমি আছে ত' তব ক্ষমতা কত?"

অপব্যবহার

ধূ ধূ ধূ নীরস মরু লইয়া তপনকর
মরীচিকা সৃষ্টি করে জানে নাক' ব্যবহার;
ঘেঁসা ঘিঁসি করি বাস এই বিশ্ব মাঝে নর
না গড়িয়া স্বর্গোদ্যান—করে পূতি গন্ধাগার

অতিথিশালা

(কাউপার হইতে)

তৈরি মোর হ'ল ঘরখানি। আয়ু যবে শেষ হবে হেথা
শ্রান্ত পদে দিবে সে বিরাম, অবিরাম দুর্গতির সেথা!

দান-সুন্দর

বুক পেতে দেছে ধরা, নদী তারে কেটে চলে যায়
দেশে দেশে করি পরিবেষণ অমৃত,
অশনিও বরি' লয় দিতে নরে সিঞ্চন বর্ষায়—
তাই সে সুন্দর ফল ফুলে সুশোভিত।

দাস্য-প্রার্থনা

চিরদিন ইন্দ্রিয়ের দাস্য বৃত্তি করিয়াছি আমি
পালিয়াছি সব আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে কিবা দিবা যামী ;
নারিনু তুষিতে তবু জনেকেও, ছিল প্রভু নানা !
এক প্রভু চাই তাই, দাও দাস্য আছে ভাল জানা।

বিপদের দান

স্বর্ণ পুড়িলে উজল হয়,
ধূপ না দহিলে কিছুই নয়,
কাঠ সে আগুণে কি সুন্দর,—
বিপদে মানুষ ভক্তবর।

অভিযোগ

অমুক কুলেতে অমুক ঠাকুর পূজা
হয় না যে কেন যায় না কিছুতে বুঝা ;
গড়িয়া মাটির নীরব প্রতিমা খান
কেন বলি তাহে জীবিত ছাগের প্রাণ ?

অভিমান

লজ্জানত ধরণীরে অক্ষম ভাবিয়া
ছাড়ে মেঘ কুলিশ কঠোর
বুক পেতে সহে পৃথ্বী, তাই অভিমানে
আসে মেঘ হয়ে অশ্রু-লোর।

গান-শেষ

(লংফেলো হইতে)

এই মোর গানগুলি যদি কোন পাঠকের
নাহি তোষে প্রাণ,
সে যেন মানিয়া লয় দোষী এতে কেউ নয়,
নহে মোর গান।
গানেরো জীবের মত জন্মভূমি আছে এক
চির দিন কার
সে তথ্য সুপরিচিত যুগ-যুগান্তর-গীত
সে শুধু তাহার।